চতুর্থ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস এবং
ত্রয়োদশ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১১ – উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, শনিবার, ১৯ চৈত্র ১৪১৭, ০২ এপ্রিল ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
আমার সহকর্মীবৃন্দ,
সংসদ সদস্যগণ,
প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,
সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। জাতিসংঘের ১৮ ডিসেম্বর ২০০৭ এর ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ২ এপ্রিল দিবসটি পালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বাংলাদেশ ১৯৯৯ সাল থেকেই জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালন করে আসছে। এই দুটি দিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা।

আমি ধন্যবাদ জানাই দূর-দূরান্ত থেকে আসা আমার প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদেরকে।

এই দিনে আমি দেশ-বিদেশের সকল প্রতিবন্ধী মানুষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রতিবন্ধীদের পরিবার, তাদের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিবেদিত সংগঠনগুলোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দু'দিন আগ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতার মাস উদযাপন করেছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এপ্রিল মাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ মাসেই মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা।

যাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই আয়োজন তারা দূরের কেউ নয়। তারা আমাদের ভাই। আমাদের বোন। আমাদের সন্তান। আমাদেরই আপনজন। তারা আমাদের পরিবারের অংশ, সমাজের অংশ। আমাদের অর্থনীতির অংশ।

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য সমতা, মানব মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। আমাদের সংবিধানেও কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যের স্থান নেই।

জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়েই প্রতিবন্ধীদের কথা ভাবেন। তিনি প্রতিবন্ধীদের সম-অধিকারে বিশ্বাস করতেন। তাই সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদে আছে, ‘‘কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।"

জাতির পিতা ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সেখানে প্রতিবন্ধীদেরকেও সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা হয়।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে একটি বিভাগে উন্নীত করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছায় দেশের ৪৭টি বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রতিবন্ধীদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্য, তাদের আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির ঘাতকরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। দেশ অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সবই লোপ পায়। সাথে সাথে স্থিমিত হয়ে যায় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণও।

প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

আমরা ১৯৯৬ সালে সরকারে এসেই জাতির পিতার অনুসৃত পথ অনুসরণ করি। প্রতিবন্ধী জনগণের কল্যাণে কাজ করি। অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করি। সুষম উন্নয়নের নীতি বাস্তবায়ন করি।

আমরা ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করি। এখানে প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা পরিচর্যাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এবার সরকার গঠন করার পর আমরা প্রতিষ্ঠানটিকে আবার সক্রিয় করেছি। আমি নিজে এই ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

আপনাদেরকে আমি জানাতে চাই, আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল একজন শিশুমনোবিশেষজ্ঞ। প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে কাজ করছে। আমরা প্রতিবন্ধী জনগণকে মূল উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত করতে চাই।

আমরা একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী, সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। নীতিতে সব ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী-বান্ধব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রতিবন্ধী অনেকেই যথেষ্ট প্রতিভাবান হন। সৃষ্টিশীল হন। সুরশ্রষ্ঠা বিথোভেন, মোজা, রিচার্ড স্ট্রস তা প্রমাণ করে গেছেন। তারা বিখ্যাত লেখকও হন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আইরিশ সাহিত্যিক উইলিয়াম বাটলার ইটস, ড্যানিস কবি হ্যানস এন্ডারসেন তার প্রমাণ। প্রতিবন্ধীরা বিজ্ঞানীও। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, ক্যাভেনডিস, ডারউইন, নিউটনও জীবনের একটা সময় অটিজমের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। ব্রিটেনের নাগরিক পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস আজীবন প্রতিবন্ধী। তিনি এখনো ক্যামব্রিজের অধ্যাপক।

তাই আপনাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিজেকে গুটিয়ে রাখারও দরকার নেই। আপনাদের প্রতিভা আছে। আপনারাও তার স্বাক্ষর রাখতে পারেন এবং রাখছেনও।

প্রতিবন্ধীদের জন্য চীনে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড গেইমস এ বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী দল ক্রিকেট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ফুটবল, সাঁতার, টেবিল টেনিস, বুচি ও এ্যাথলেটিকস এ ২২টি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। আগামী জুন-জুলাইয়ে গ্রীসের এথেন্সে এই বিশেষ অলিম্পিক আবার অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি, বাংলাদেশ দল সেখানেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারবেন।

দিন বদলের সনদে প্রতিবন্ধীদের জন্য অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন করছি। আমরা প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে একটি আইন প্রণয়ণের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করার ব্যবস্থা নিচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য দেশের সকল জেলায় একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে। ২০১৪ সালের মধ্যে আমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছি। প্রতিবন্ধী শিশুদের বাদ দিয়ে এ লক্ষ্য হবার নয়। তাই আমরা প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে সব বই দেওয়া হয়েছে।

আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের উপ-বৃত্তির সংখ্যা ১৭ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৩০ লাখ করেছি। আমরা কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করছি।

চিকিৎসা ব্যবস্থা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে প্রায় ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করেছি। সকল সিভিল সার্জনকে গাড়ি এবং জেলা-উপজেলা হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করেছি। এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা দেশের প্রতিটি যুবককে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করতে চাই। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই। এ জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

আমরা কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, ক্রীড়া, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সহ সকল খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছি। এ পর্যন্ত ২ লাখ ২১ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। নতুন করে ১৪০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। আরো ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। চট্টগ্রামে কর্নফুলি সেতু, বরিশালে শহীদ সেরনিয়াবাত সেতু, ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু এবং সুলতানা কামাল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। যানজট নিরসনে ঢাকায় একাধিক ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন করেছি। আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিশ্বে অনন্য প্রশংসা কুড়িয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়াও দ্রুমত এগুচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

চলতি আদমশুমারীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গণনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হবে। সঠিক পরিসংখ্যান থাকলে তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা সহজ হবে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এটি প্রতিবন্ধীদের জন্য নব দুয়ার উন্মোচন করবে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে প্রতিবন্ধীরা এমন সব শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অংশ নিতে পারছেন, যেখানে আগে তাদের কোন সুযোগই ছিল না। তথ্য প্রযুক্তি তাঁদেরকে এখন স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

আমরা প্রতিবন্ধীদের জন্য ঢাকা শহরে একটি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স নির্মাণ করতে যাচ্ছি। এখানে একটি ওয়ান-স্টপ সেন্টার থাকবে। সব ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম, পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ থাকবে। এখানে রিসার্চ সেন্টার, থেরাপি সেন্টার, কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কম্পিউটার ল্যাব, প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা সহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এটি হবে প্রতিবন্ধীদের জন্য সেন্টার অব এক্সিলেন্স।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভলাপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন চালু করা হয়েছে।

আমাদের সরকার প্রতিবন্ধীদের চাকুরীতে নিয়োগ করে তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক, স্বাস্থ্য সহকারী এবং খাদ্য অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রতিবন্ধীদের জন্য আরও কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ করছি।

প্রতিবন্ধীদের চাহিদা একটু ভিন্ন। প্রতিবন্ধীদের এ চাহিদাকে অনেক চাকুরিদাতা অক্ষমতা হিসেবে দেখেন। এটা দুঃখজনক। অথচ কাজের প্রতি প্রতিবন্ধীদের একাগ্রতা থাকে অনেক বেশি। আমি কর্পোরেট সেক্টর ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আহবান জানাব আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি করুন। তাদের সেখানে নিয়োগ দিন। দেখবেন, অন্যদের চেয়ে তারা আরও বেশি প্রোডাক্টিভ হবে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়তে চাই। আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব। তখন এমন একটি দেশ গড়তে চাই যেখানে সর্বস্তরের জনগণ সম-অধিকার নিয়ে বাস করবে। বিশ্বের বুকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশ। এ অঞ্চলে বাংলাদেশ হবে একটি পরম শান্তির দেশ। আসুন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই লক্ষ্যে কাজ করি।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের পাশে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি আছে, আসুন, আমরা তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াই। তাকে আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মত গ্রহণ করি। তাদের মধ্যে যে প্রতিভা আছে তা বিকশিত করতে সাহায্য করি। দেখবেন, তারাও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এ দেশ আমাদের সকলের। আমরা সকলে মিলে সুখী হতে চাই।

সবাই ভাল থাকুন। আমি দেশের সকল প্রতিবন্ধী ভাই বোনদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....